বদলে গেছে ত্রিশাল ও নেত্রকোনার পরীক্ষা কেন্দ্রের দৃশ্যপট

তৌহিদুর রহমান, *ত্রিশাল থেকে ফিরে*

বদলে গেছে ময়মনসিংহের ত্রিশাল ও নেত্রকোনার পরীক্ষা কেন্দ্রের দৃশ্যপট। গতকাল অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় নেত্রকোনার একটি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে নকল করার দায়ে দুই ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নেত্রকোনায় এসপি জানালেন, এক মাসের আটকাদেশ দিয়ে তাদের জেলে পাঠানো হবে। নকলবাজ ছাত্রের শাস্তি হিসাবে ডিটেনশন দিয়ে জেলে পাঠানো এটাই প্রথম দৃষ্টান্ত। কেন্দ্রগুলোতে নকলের সেই আগের চিত্র চোখে না পড়লেও পুরোপুরি নকলমুক্ত হয়নি। অভিনব কায়দায় কাপড়ের ঝোলা বানিয়ে তার ভেতর নকলের মালা গেঁথে বুকে বেঁধে রাখা এক ছাত্রকে হাতেনাতে ধরে ফেললেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন। নেত্রকোনায় ১৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৭ হাজার ১৪৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে গতকাল নকল করার দায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে ১৩৬ জনকে। এলাকাবাসী, শিক্ষক, অভিভাবক সবাই জানালেন তারা নকলমুক্ত পরীক্ষা দেখতে চান। আর এ লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নকলবিরোধী তৎপরতায় সাড়া দিয়ে স্থানীয় প্রশাসনও নকল ঠেকাতে জিহাদ ঘোষণা করেছে। ডিসি, এসপি বললেন, যে কোন মূল্যে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোকে নকলমুক্ত রাখা হবে। গতকাল পরীক্ষা শুরুর আগেই পরীক্ষা কেন্দ্র ও তার আশপাশের চিত্র ভিডিও করা হয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জানালেন, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবার নকল প্রতিরোধে তাদের সহায়তা করছেন। ফলে তাদের পক্ষে

ত্রিশাল : পৃষ্ঠা : ১৭ কলাম : ৭

রূপগঞ্জের সলিমুদ্দিন চৌধুরী ডিগ্রি কলেজে গ্রেফতারকৃত এক শিক্ষক (বাঁয়ে); কেন্দ্রের নির্ধারিত সীমানার বাইরে

যুগান্তর

ত্রিশাল : পরীক্ষা কেন্দ্রের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নকল ঠেকানো অনেকটা সহজ হয়েছে। পরীক্ষা শুরুর এক মাস আগে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ওই এলাকার শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে নকলবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। শিক্ষকরা জানান, এই আন্দোলনে তাদের শক্তি জুগিয়েছে হলগুলো নকলমুক্ত রাখার। এলাকাবাসীর অভিমত, এভাবে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় থেকে সর্বমহলে নকলবিরোধী তৎপরতা চালানো হলে দেশকে নকলমুক্ত করা সম্ভব।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন ময়মনসিংহের ত্রিশালে কবি নজরুল একাডেমী কেন্দ্র এবং নেত্রকোনায় চারটি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী সব হল ঘুরে পরীক্ষা দেখেন। সন্দেহভাজন ছাত্রদের দেহ তল্লাশি করেন। হাতেনাতে দুই ছাত্রের নকল ধরেন। কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট এবং শিক্ষকদের নির্দেশ দেন নকলবাজদের বহিষ্কার করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে কোন মূল্যে দেশকে নকলমুক্ত করতে হবে। কারণ নকলমুক্ত না হলে দেশ কখনোই দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত হবে না। এ লক্ষ্যে তিনি প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের।

সকাল ১০টা ২০ মিনিটে মন্ত্রী আকস্মিকভাবে হাজির হন ময়মনসিংহের ত্রিশাল কবি নজরুল একাডেমী কেন্দ্রে। সেখান থেকে যান নেত্রকোনার শ্যামগঞ্জে হাফেজ জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে। শ্যামগঞ্জের এই কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা পূর্বধলা কলেজের ছাত্র। কেন্দ্রের একটি হল থেকে প্রতিমন্ত্রী নিজেই রুবেল আহমেদ নামে এক ছাত্রকে (রোল নম্বর : মানবিক-৩৬১২১৮) হাতেনাতে ধরে তার দেহ তল্লাশি করে টেনে বের করেন নকলভর্তি কাপড়ের ঝোলা। বেল্টের সঙ্গে আটকানো ৭/৮টি পকেট বিশিষ্ট এই ঝোলাটি নকল বহন করার জন্য দর্জি দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি করে রুবেল। সে নকল বোঝাই ঝোলাটি বেল্ট দিয়ে আটকে রাখে বুকের সঙ্গে। নকলের পোটলাটি টেনে বের করা হলে শিক্ষক-ছাত্র-ম্যাজিস্ট্রেট সবাই রীতিমতো অবাক হয়ে যান। ওই কেন্দ্রের আরেকটি হল থেকে ইয়ার হোসেন নামে এক ছাত্রকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করা হয় এবং তার দুর্ব্যবহারের জন্য পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। নেত্রকোনার এসপি মারুফ হাসান জানান, এ দু'জনকে এক মাসের আটকাদেশ দিয়ে জেলে পাঠানো হবে। ওই কেন্দ্রের কর্তব্যরত শিক্ষক মোঃ আলমগীরকে তার দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা হয়েছে। ওই কেন্দ্রে বহিষ্কার করা হয়েছে ১০ জন ছাত্রকে।

নেত্রকোনার জেলা প্রশাসক আজিজুর রহমান জানান, জেলার ১০টি উপজেলার ১৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতে নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তবুও দু'একটি নকলের ঘটনা ঘটছে হলের ভেতর। তবে বাইরের পরিবেশ একেবারে শান্ত। এলাকাবাসী জানায়, আগে এসব কেন্দ্রে ঢালাওভাবে নকল হতো। এ বছর তা হচ্ছে না। তারা আশা প্রকাশ করছেন এ অবস্থা ধরে রাখা গেলে ওই এলাকার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো সম্পূর্ণ নকলমুক্ত করা সম্ভব। এরপর প্রতিমন্ত্রী পূর্বধলা হোসাইনিয়া মাদ্রাসা, রাবেয়া আলী মহিলা কলেজ ও পূর্বধলা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। প্রতিমন্ত্রীর আকস্মিক পরীক্ষা হল পরিদর্শনকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকাবাসী। প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশে অবস্থানরত অভিভাবক ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেন। এলাকাবাসীও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে প্রতিমন্ত্রীর নকলবিরোধী অভিযানে সাড়া দেন।